গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০৪ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি, মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

তারিখ : ২৯/৩/২০১৫
সময় : বেলা ২:০০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-'ক'

সভার সভাপতি জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এর সদয় সম্মতিক্রমে সেতু বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহি পরিচালক খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১: ১০৩ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহি পরিচালক ১০৩ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোকপাত করে এতে আলোচনাসহ সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সদস্যবৃন্দের আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান। ১০৩তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : ১০৩ তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ।

সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহি পরিচালক গত ০৮/০১/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০৩ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় অবহিত করেন। উক্ত সভার আলোচ্যসূচি-৩ এর বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতির বিষয়ে নির্বাহি পরিচালক সভায় জানান, যমুনা রিসোর্ট লি: কর্তৃক Certification of Satisfaction স্বাক্ষরের জন্য জেআরএলকে পত্র মারফত অনুরোধ জানানো হলেও জেআরএল তা স্বাক্ষর করেনি। পরবর্তীতে বিস্তারিত উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এক সপ্তাহের মধ্যে চুক্তি বাতিলের নির্দেশ দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মোতাবেক এক সপ্তাহের সময় দিয়ে চুক্তি বাতিলের বিষয়ে জেআরএল-কে নোটিশ দেয়া হয়েছে।

২.২। এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব Certification of Satisfaction স্বাক্ষরের জন্য প্রেরিত পত্রে সময় (time frame) নির্ধারণ করে দেয়া বাঞ্চনীয় ছিল বলে উল্লেখপূর্বক জানান যে, ভবিষ্যতে পত্র প্রেরণের সময় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে time frame উল্লেখ করে দিতে হবে যেন কোন আইনী জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

২.৩। সভায় আরো জানানো হয় যে, ইজারাকৃত এলাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জব্দ তালিকা প্রস্তুতকরণ কমিটি গঠন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ নিয়োগসহ সেখানে অবস্থিত কম্পোজিট বিগ্রেডের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনার পর উপস্থিত সকল সদস্যগণ প্রস্তাবের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন।

২.৪। আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) জেআরএল এর সাথে সম্পাদিত Concession Agreementটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে দ্রুত বাতিল করতে হবে;

(খ) ইজারাকৃত এলাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর গ্রহণ প্রক্রিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পৃক্ত করে সম্পন্ন করতে হবে এবং

(গ) পত্র প্রেরণের সময় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে time frame উল্লেখ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি-৩: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ (সংশোধিত ২০১১) এর তফসিলে অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের জন্য গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুমোদন।

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহি পরিচালক সভায় জানান যে, গত কর্তৃপক্ষের ৯৯তম বোর্ড সভায় স্বায়ত্বশাসিত অন্যান্য সংস্থার তফসিলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের "কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯" এর তফসিল পুনরায় সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী এ সংক্রান্ত কমিটি সরকারি সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান এবং স্বায়ত্বশাসিত অন্যান্য সংস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তফসিলের সংশ্লিষ্ট অংশে কিছু সংশোধনীর সুপারিশ করেছে যা নিম্নরূপ:

ক্র. নং	বিষয়	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান
০১	০২	০৩	০৪
১.	পদনাম বাংলায় রূপান্তর।	সকল পদনাম ইংরেজীতে মুদ্রিত যেমন- ডাইরেক্টর, চীফ ইঞ্জিনিয়ার, এডিশনাল ডাইরেক্টর, ডেপুটি ডাইরেক্টর ইত্যাদি	পরিচালক, প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত পরিচালক, উপপরিচালক ইত্যাদি
২.	পদ মর্যাদা অনুযায়ী পদক্রম সংশোধন।	১। চীফ ইঞ্জিনিয়ার/ ডাইরেক্টর (কারিগরি) ২। পরিচালক	১। পরিচালক ২। প্রধান প্রকৌশলী/ পরিচালক (কারিগরি)
৩.	উপপরিচালক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে।	পদোন্নতির ক্ষেত্রে এ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর বা প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে ৭ (সাত) বৎসরের চাকুরি। প্রটোকল-কাম-পাবলিক রিলেসন্স অফিসার এর ক্ষেত্রে সহকারি	পদোন্নতির ক্ষেত্রে এ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর বা প্রাইভেট সেক্রেটারী/ প্রটোকল-কাম-পাবলিক রিলেসন্স অফিসার পদে ৭ (সাত) বৎসরের চাকুরি।

ক্র. নং	বিষয়	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান
০১	০২	০৩	০৪
		পরিচালক (প্রশাসন) পদে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ৭ বছরের চাকুরি।	
৪.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োগের পদ্ধতির ক্ষেত্রে।	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	ক) স্ব স্ব গ্রেডেশন অনুযায়ী মোট পদের শতকরা ৩০% পদ কম্পিউটার অপারেটর এবং ৭০% পদ সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারটের, কানুনগো এবং আপার ডিভিশন এসিস্ট্যান্ট পদধারীগণের মধ্য হতে পদোন্নতির মাধ্যমে। খ) পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।
৫.	শাখা কর্মকর্তা পদে নিয়োগের পদ্ধতির ক্ষেত্রে।	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	ক) স্ব স্ব গ্রেডেশন অনুযায়ী মোট পদের শতকরা ৩০% পদ কম্পিউটার অপারেটর এবং ৭০% পদ সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারটের, কানুনগো এবং আপার ডিভিশন এসিস্ট্যান্ট পদধারীগণের মধ্য হতে পদোন্নতির মাধ্যমে। খ) পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।
৬.	এষ্টিমেটর/উপ-সহকারী প্রকৌশলী	কানুনগো পদে ৭ (সাত) বৎসর বা সার্ভেয়ার পদে ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরী।	কানুনগো পদে ৭ (সাত) বৎসর বা সার্ভেয়ার/ ড্রাফটসম্যান পদে ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরি।
৭.	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর-কাম-ফটোকপিয়ার-এর নাম পরিবর্তন।	বর্তমান নামঃ ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর-কাম-ফটোকপিয়ার	প্রস্তাবিত নাম: ফটোকপি অপারেটর

৩.২। আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ (সংশোধিত ২০১১) এর তফসিলের বিষয়ে অনুচ্ছেদ ৩.১ এর প্রস্তাবিত বিধান সংশোধনের প্রস্তাবে বোর্ড সম্মতি প্রদান করে। পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ সংক্রান্ত বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামত/সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি-৪: বঙ্গবন্ধু সেতুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ-কাম-সংযোগ সড়ক (কন্ট্রাক্ট-৭) দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনসমূহের উপর টোল হার নির্ধারণ।

বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পাড়ের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ-কাম সংযোগ সড়কে চলাচলকারী যানবাহনের উপর টোল আরোপের বিষয়ে নির্বাহি পরিচালক সভায় জানান যে, সড়কটি ১৯৯৮ সালে নির্মাণ করার পর হতে এ যাবৎকালে বড় ধরণের কোন সংস্কার/মেরামত কাজ করা হয়নি। সম্প্রতি সেতু কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ৬.০০ (ছয় কোটি) টাকা ব্যয়ে সড়কটির মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত সড়কের (কন্ট্রাক্ট-৭) উপর দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের উপর একটি ট্রাফিক সার্ভে পরিচালনা করা হয়। সার্ভের ফলাফল হতে দেখা যায় প্রতিদিন উক্ত সড়কে গড়ে প্রায় ৭৬৬ টি মাঝারী ট্রাক, ২০০ টি ছোট ট্রাক, ১১৫০ টি সিএনজি সহ উল্লেখযোগ্য পরিমান অন্যান্য যানবাহন চলাচল করে।

৪.২। এ প্রসঙ্গে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, সড়কটিতে চলাচলকারী যানবাহনের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগই মালবাহী ট্রাক। এসকল ট্রাকের অধিকাংশই যমুনা নদী হতে বালু উত্তোলনের কাজে ব্যবহৃত হয়। সড়কটি মূলত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধঁ ও স্থানীয় সংযোগ সড়ক হিসেবে নির্মাণ করা হলেও বর্তমানে তা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে সড়কটিতে নির্দিষ্ট সময় পর পর বড় ধরণের মেরামত কাজের প্রয়োজন। সে প্রেক্ষিতে সড়কটি দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনসমূহের জন্য টোল আরোপ করা হলে টোলের অর্থ দিয়ে সড়কটির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও সেতু এলাকায় অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদন করা সম্ভব হবে। সভায় নিম্নরূপ টোল হার প্রস্তাব করা হয়:

যানবাহনের বর্ণনা	প্রদেয় একমুখী টোল হার
মোটর সাইকেল	টা: ৫/-
বেবি টেক্সি/টেম্পু	টা: ১০/-
হালকা যানবাহন (কার/জীপ)	টা: ২০/-
মাইক্রোবাস	টা: ৩০/-
ছোট বাস (২৯ আসন বা তার কম)	টা: ৪০/-
বড় বাস (৩০ আসন বা তার বেশী)	টা: ৬০/-
ছোট ট্রাক (৫ টনের কম)	টা: ৪০/-
মাঝারী ট্রাক (৫ টনের অধিক কিন্তু ৮টনের কম ওজন বহকারী)	টা: ১০০/-
বড় ট্রাক (৮ টনের অধিক ওজন বহনকারী)	টা: ১৫০/-

৪.৩। আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) বঙ্গবন্ধু সেতুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধঁ-কাম-সংযোগ সড়ক (কন্ট্রাক্ট-৭) দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনসমূহের জন্য অনুচ্ছেদ ৪.২ এ প্রস্তাবিত টোল হার সভায় অনুমোদিত হয়। তবে মোটর সাইকেল এবং বেবি ট্যাক্সি/টেম্পু-এর জন্য টোল প্রযোজ্য হবে না;

(খ) আপাতত: শুধুমাত্র ট্রাকের জন্য এবং ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য যানবাহনের জন্য বর্ণিত টোল হার কার্যকর হবে এবং

(গ) উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে টোল আদায়ে ইজারাদার নিয়োগ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ প্রশাসন এবং কারিগরি অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি-৫: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০ এর ১৮ বিধি সংশোধন।

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহি পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা। এ সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন বিপদ-আপদে আর্থিক সাহায্য করার জন্য বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০" জারি করা হয়। উক্ত বিধিমালার ১৮ বিধিতে "দাফন-কাফন বা সৎকারের জন্য এককালীন অনুদান বাবদ ১০,০০০/- টাকা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানের বিষয় উল্লেখ আছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৯ জুন ২০১৩ তারিখের প্রজ্ঞাপনের আলোকে বর্ণিত ১৮ নং বিধিতে দাফন-কাফন বাবদ ১০,০০০/- টাকার পরিবর্তে ২৫,০০০/- টাকা সংযোজনের প্রস্তাব করা হলে সভায় উপস্থিত সম্মনিত সদস্যগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৫.২। আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

"বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০" এর ১৮ বিধিতে তাৎক্ষণিকভাবে দাফন-কাফন/সৎকারের অনুদান ১০,০০০/- টাকার পরিবর্তে ২৫,০০০/- টাকা সংযোজনের প্রস্তাব সভায় অনুমোদিত হয়।

বাস্তবায়নেঃ প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি-৬: পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রকল্প/বিশেষ ভাতা অনুমোদন।

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রকল্প/বিশেষ ভাতা প্রদানের বিষয়ে নির্বাহি পরিচালক সভায় জানান যে, প্রকল্পটি সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। প্রকল্পটিতে প্রায় ২২ জন কর্মকর্তা ও ৪০ জন কর্মচারীসহ মোট ৬২ জন সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে কর্মরত আছেন। কর্মরতদের অনেকেই প্রকল্পের শুরু থেকে অদ্যাবধি নিয়োজিত থেকে প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাশাপাশি স্ব- স্ব অবস্থানে থেকে অবদান রেখে আসছেন। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তরা সাকূল্যে বেতনভূক্ত। অধিকন্তু তাঁদের বাৎসরিক বেতনবৃদ্ধি এবং পদন্নোতির সুযোগও নেই। অথচ প্রায় ৬-৭ বছর ধরে একটি নির্দিষ্ট ও স্থিরকৃত বেতনে সময়ের আবর্তনে মূল্যস্ফিতি, দ্রব্যমূল্য ও বাসা ভাড়ার উর্ধ্বগতির কারণে জীবনযাপন খুবই কষ্টসাধ্য।

৬.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহি পরিচালক সভায় জানান যে, তৎকালীন যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে সরাসরি নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রকল্প ভাতা প্রদানের বিষয়ে ৪৬ তম বোর্ড সভায় গৃহীত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২০% বিশেষ ভাতা প্রস্তাব করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ হতে ১০% হারে বিশেষ ভাতা প্রদানের বিষয়ে অনাপত্তি জ্ঞাপন করা হয়। সে অনুযায়ী পদ্মা সেতু প্রকল্পে সরাসরি নিয়োজিত কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মূল বেতনের ২০% হারে প্রকল্প ভাতা/বিশেষ ভাতা প্রদানের প্রস্তাব করা হলে ১০% হারে প্রদানের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৬.৩। আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে সরাসরি নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ সাপেক্ষে ১০% হারে প্রকল্প ভাতা/বিশেষ ভাতা প্রদানের বিষয়টি সভায় অনুমোদিত হয়।

বাস্তবায়নেঃ প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি-৭ বিবিধ-ক: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান অনুমোদন।

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহি পরিচালক সভায় জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৯/০৬/২০১৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১২৩.৯৯.০২৬.১০-১৪৮ নং প্রজ্ঞাপনে চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট হতে এর অনুদান ব্যয় নির্বাহ করা হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আলোকে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষে চাকুরীরত অবস্থায় কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরিবারকে অনুদান বাবদ ৫.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা ও গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে ২.০০ (দুই লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। একইভাবে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের রাজস্ব ব্যয়ের 'সাহায্য ও মঞ্জুরী/ভর্তুকী ' এর 'কল্যাণ অনুদান' খাত হতে নির্বাহের প্রস্তাব করা হলে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৭.২। আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের রাজস্ব ব্যয়ের 'সাহায্য ও মঞ্জুরী/ভর্তুকী' এর 'কল্যাণ অনুদান' খাত হতে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। কর্তৃপক্ষের বাজেটে সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ হবে।

বাস্তবায়নেঃ প্রশাসন এবং অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচনার আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সভাপতি সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ: /০৪/২০১৫

০১.০৪.১৫

(ওবায়দুল কাদের, এমপি)
মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ